বিকল্প বিরোধ মীমাংসা
(Alternative Dispute Resolution)

সমাজ সালিশি বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক বিচারের সহায়ক :
মাদারীপুর মিডিয়েশন মডেল

Penal Reform International

মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন

বিরোধ মীমাংসায়
সালিশি হচ্ছে একটি পন্থা যা
ঐচ্ছিক
অনানুষ্ঠানিক
ব্যয় সাশ্রয়ী
অংশগ্রহণমূলক
আপোসমূলক
স্থানিক
ও
ক্ষমতায়নমুখী

• জনগণ কেন আনুষ্ঠানিক বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ?

- প্রত্যেকের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় বিচারের সুযোগ লাভের অধিকার আছে। বিচারের সম সুযোগের অধিকার সবার একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু অনেকেই বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অথবা অন্যদের মতো সম সুযোগ পাচ্ছেনা এবং এর কারণগুলো হচ্ছে ঃ

- কোর্টের ভৌগলিক দূরত্ব
- মামলার খরচ
- পর্যাপ্ত আইনি অভিযোগ উত্থাপনের অসমর্থতা
- কোর্টে মামলার ভিড়ে মামলার দীর্ঘসূত্রতা, ফলে কালক্ষেপন
- আইনের তথ্য বা ব্যাখ্যার ঘাট্তি
- কিছু কিছু অপরাধের সাথে সামাজিক নিষেধ ও অপবাদ জড়িত এমন মামলা জানাজানি হলে সমাজচ্যুত হওয়ার আশংকা
- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও এর এজেন্টদের জটিলতায় উৎকণ্ঠা ও ভয়
- ভাষার পার্থক্যের কারণে অনুবাদকের অভাব ও যোগাযোগের সমস্যা
- বিদেশীয় বিচার পন্থার কার্য প্রণালীর অনিশ্চয়তা
- বিচার বিভাগের এজেন্টদের নারী, সংখ্যালঘু ও গরিবদের প্রতি প্রকট ও স্পষ্ট বৈষম্য আচরণ

• জনগণ কেন সালিশি পছন্দ করে?

- আইনের শাসন ও আইনের চোখে সমতা নীতির সহজাত মূল্যবোধ বিচার ব্যবস্থায় যদিও ঘোষিত আছে, যারা আনুষ্ঠানিক বিচার লাভের সুযোগ পায়না অথবা কেবল ওই বিচার পদ্ধতির জটিলতা এড়াতে চায় তাদের নিকট বিকল্প বিরোধ মীমাংসার যথেষ্ট কদর আছে। তাছাড়া এই পন্থার বিশেষ সুবিধাজনক দিকগুলো হচ্ছে ঃ

- কম আনুষ্ঠানিক, অল্প সময় ব্যয় ও স্বল্প খরচ
- আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার চেয়ে কম নিরুৎসাহব্যঞ্জক
- স্থানীয় রীতিনীতি ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত
- অংশগ্রহণমূলক ও ক্ষমতায়ন প্রসূত
- সংঘাতহীন ও রায়বিহীন
- স্থান-ভিত্তিক ও পারস্পারিক হিতকর
- সামাজিক বন্ধন ও সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনমুখী

বিকল্প বিরোধ মীমাংসা বিষয়ে প্রশ্নাবলী

• বিকল্প বিরোধ মীমাংসা পদ্ধতি তথা সালিশি ব্যবস্থা কি আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার স্থলাভিষক্ত?

- না, কারণ দুটো প্রক্রিয়াই একত্রে সমান্তরাল ভাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যদি সালিশির মাধ্যমে কোন বিরোধ মিমাংসা না হয় তা হলে পক্ষ তা কোর্টে উপস্থাপন করতে পারেন। উপরন্তু পৃথিবীর অনেক স্থানেই বিরোধীয় পক্ষদের বিরোধ কোর্টের বাইরে সালিশি কিম্বা সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করার ক্ষেত্রে আদালত উৎসাহ দিয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র সালিশি ব্যর্থ হলেই তাদের বিরোধটি মামলার জন্য কোর্টে প্রেরণ করে থাকে। অন্য দিকে বিকল্প পন্থায় যত বেশি বিরোধ নিষ্পত্তি হবে ততই কোর্ট থেকে মামলার চাপ কমে আসবে।

• যারা আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের জন্য কি বিকল্প বিরোধ মীমাংসা দ্বিতীয় প্রধান সুবিচার ব্যবস্থা?

- পক্ষগণ কোর্টে মামলার ক্ষেত্রে যে সময়, শ্রম এবং অর্থ অপচয় করে থাকে তার বিপরীতে এর মূলনীতিই হলো পক্ষগণ একটি সমঝোতামূলক গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হবেন। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং নিরপেক্ষতার যে নীতিমালা অনুসরণীয় বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে তাই করা হয়ে থাকে। অতএব এটি দ্বিতীয় নয়।

- কোর্টের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে আইনগত জ্ঞান ও অসচেতনতার কারণে দরিদ্র ও অক্ষম জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার বাইরে রাখা উচিত নয়। মূলত অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া একটি বিচার প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যাতে শিক্ষা, শ্রেণী, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সকলে্ এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। একই সাথে গরিব ও অসহায়দের আনুষ্ঠানিক বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সচেতনতা খুবই জরুরী।

• একজন সালিশের আদালতের আইনজীবীর মতো আমার বিরোধটি পরিচালনা করার যোগ্যতা রয়েছে, তা আমরা কি ভাবে নিশ্চিত হবো?

- সকল সালিশগণই আইন ও অধিকার সম্পর্কে যেমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, তেমন ভাবে সালিশির কৌশল সম্পর্কেও। আইনের যথাযথ প্রয়োগ, আইনের অর্থবহ ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইন ও অধিকারের দৃষ্টিতে সমতার নীতিতে বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিতে সহায়তার ক্ষেত্রে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

• নারীগণ কেন বিকল্প বিরোধ মীমাংসার সুযোগ গ্রহণ করছেন?

- আনুষ্ঠানিক বিচারাদালত থেকে যে সব ডকুমেন্ট চাওয়া হয় তা যথার্থ ভাবে প্রদান করায় অপারগতা, এ সম্পর্কে সচেতন না থাকা এবং অশিক্ষার কারণে খুব অল্প সংখ্যক মহিলারাই আদালতের বিচারের সুযোগ নিচ্ছেন। উপরন্তু, অনেক মহিলারাই লজ্জা, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে নীরবে অবিচার এবং নির্যাতন সহ্য করে থাকেন। স্থানীয় ভাবে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তারা তাদের বিষয়গুলো অনুভব করে। বিরোধসমূহ বৈষম্যহীন এবং সাধারণ ও সহজ ভাবে মীমাংসায় সহায়তা করায় বিকল্প বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা মহিলাদের বিরোধ নিষ্পত্তিতে সুযোগ করে দেয়।

• সকল বিরোধই বিকল্প বিরোধ মীমাংসা পদ্ধতি ও সালিশির মাধ্যমে মীমাংসাযোগ্য?

- না সকল বিরোধ সালিশির মাধ্যমে মীমাংসাযোগ্য নয়। এ সকল অপরাধের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক মানবাধিকার লংঘন, গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ এবং সরকারি নীতি বিষয়ক অপরাধ।

• কোন ধরনের অপরাধ সালিশিযোগ্য?

- স্থানীয় বিরোধ যেমন, পারিবারিক, জমি সংক্রান্ত ও ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারি বিরোধও সালিশিযোগ্য।

মাদারীপুর মিডিয়েশন মডেল (The Madaripur Mediation Model=MMM)

প্রায় এক দশকের উপরে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন সালিশি ব্যবস্থার উপর কাজ করছে। মাদারীপুর মিডিয়েশন মডেল নামে পরিচিত এ মডেলটি অনুসরণ ও এর নীতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও এখন দরিদ্রের সহায়তার কাজটি করছে।

• প্রাসঙ্গিক কথা

সাধারণভাবে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা খুবই আনুষ্ঠানিক, জটিল, শহর কেন্দ্রীক, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল। সুতরাং অনেক বাংলাদেশী, বিশেষ করে দরিদ্র, অশিক্ষিত, অনগ্রসরমান জনগোষ্ঠী যারা গ্রামে বাস করছে তারা আনুষ্ঠানিক বিচারাদালতে তাদের আইনগত অধিকার আদায়ে অসমর্থ। ফলে অনেকেই নীরবে অবিচারের বঞ্চনা মেনে নেয়। সামাজিক ভাবে আইন সচেতনতার স্তর কি ভাবে সমাজভুক্ত মানুষ এ অধিকার প্রয়োগ করবে, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে তা খুবই সীমাবদ্ধ। যদিও আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার একটি বিকল্প পন্থা বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল অঞ্চলেই বিদ্যমান। সালিশি বাংলাদেশের বিরোধ নিষ্পত্তির একটি পুরাতন, প্রথাগত পদ্ধতি, যেখানে বিরোধীয় পক্ষদ্বয় স্থানীয় জনগণ এবং গ্রামের মাতুব্বরগণ স্থানীয় ভাবে একত্রে বসে যেকোন বিরোধের দুই পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হন। ঐতিহ্যগতভাবেই গ্রামের মাতুব্বর এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছাসেবী তৃতীয় পক্ষের মতো সালিশ হিসেবে ভুমিকা পালন করে থাকেন। কালক্রমে সালিশি ব্যবস্থাটা স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়।

মূলত সালিশি ব্যবস্থা আপোষমূলক, ব্যয় সাশ্রয়ে বিরোধ মীমাংসার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া যেখানে ভংগুর সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

কিন্তু ক্রমান্বয়ে সালিশি ব্যবস্থা গ্রামীণ ক্ষমতাসীন লোকদের হস্তগত হওয়ায় তারা বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। সালিশগণ পক্ষদের মধ্যে সমঝোতার পরিবর্তে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন, ফলে স্থানীয় জনগণ সালিশি ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। জনগণ সাধারণত দুটি বিকল্প উপায় ব্যবহার করছে, ব্যয়বহুল ও কালক্ষেপনকারী কোর্ট ব্যবস্থা অথবা তাদের অভিযোগ স্থগিত রাখে।

যেখানে আইনের প্রতি সমতার নিশ্চয়তা বিধানের প্রশ্নে কোর্টে মামলা পরিচালনার বিষয়টি জড়িত, সেখানে কোর্টের সহায়তা দিতে অনানুষ্ঠানিক স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পন্থা উন্নততর করা যাচ্ছে, যাতে সমতা, ন্যায্যতা ও বৈষম্যহীনতার আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

• সমাধানের পথ

গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় মানুষ যারা সহায় সম্বল এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রতিনিধিত্বের কারণে আনুষ্ঠানিক বিচার আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে মাদারীপুরে একদল স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় গড়ে ওঠে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন। আইন সহায়তার কাজ হাতে নিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, দরিদ্রদের বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোর্টে কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থার সুযোগ খুবই সীমিত। আরো বেশি স্থিতিশীল ও আর্থিক সাশ্রয়তার কথা বিবেচনায় নিয়ে সংস্থা এর কাজের পরিধি আইন সহায়তার পাশাপাশি সালিশি ব্যবস্থার দিকে সম্প্রসারণ করে, যা দরিদ্র ও অসহায়দের বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করছে। অন্য কোন পদ্ধতি প্রবর্তন না করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানসম্মত সমতা, ন্যায্যতা ও বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক ভাবে প্রচলিত সালিশি ব্যবস্থাকে উন্নত ও পুনঃবিন্যাস করার ব্যাপারে সংস্থার সকল স্বেচ্ছাসেবীরা সম্মত হন।

• সমাধান বাস্তবায়ন

সালিশি ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে সালিশি প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণের সাথে সুনিবিড় ভাবে কাজ করতে মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলাকে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়। স্থানীয় জনগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য এমএলএএ (MLAA) জনগণের মধ্যে সালিশি ব্যবস্থা কোর্টের পরিপূরক এ ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছে এবং ধারাবাহিক ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা আইন ও মানবাধিকার কোর্সে অংশ নিয়ে থাকে। বাস্তবতা হোল গ্রামীণ নারীরাই বিভিন্নমুখী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের শিকার। বহুদিনের বিদ্যমান পুরুষ প্রভাবিত সালিশি সময়ের আলোকে পরিবর্তন করে নারীদের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সকল কমিটি সদস্যই স্বেচ্ছাসেবী। সালিশ হিসেবে সংস্থার পক্ষ থেকে তারা কোন ভাতা পান না। সালিশি কমিটি স্থানীয় সরকার কাঠামোর আওতায় দুটি পর্যায়ে বিদ্যমান।

গ্রাম পর্যায়ে ৪৫০ টি কমিটি রয়েছে যাতে প্রতি কমিটিতে ৭-১০ জন করে সদস্য রয়েছে এবং সর্বমোট ৪৪৪৬ জনের মধ্যে ১১৬৪ জন নারী এবং ৩২৮২ জন পুরুষ সদস্য রয়েছেন। দ্বিতীয় স্তরটি হলো ইউনিয়ন স্তর, যেখানে ৯ টি স্থানীয় কমিটির প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি। ৫০ টি এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি রয়েছে যাতে ৬৫৮ জন সদস্য রয়েছেন।

প্রতি ইউনিয়নে এমএলএএ একজন কর্মী নিয়োগ দিয়েছে, যে মিডিয়েশন বা সালিশি কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। যারা নিম্নেবর্ণিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন ঃ

- আবেদন গ্রহণ
- পক্ষদের পত্র প্রেরণ
- সালিশির বৈঠক আয়োজন

- সালিশি বৈঠক তদারক
- মীমাংসিত বিরোধ ফলো-আপ করা এবং প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট করা

থানা পর্যায়ে সুপারভাইজার সকল সালিশি কর্মীদের কাজ সুপারভাইজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত, যারা প্রধান কার্যালয়ের সালিশি প্রকল্পের সমন্বয়কারীর সহায়তা ও পরামর্শে কাজ করে থাকে। এমএলএএ'র মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল সকল ডাটা বা তথ্য সালিশি সেসন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এবং সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করে থাকে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩ টি জেলার প্রায় ৫০,০০০ বিরোধ সালিশির মাধ্যমে মীমাংসা হয়েছে।

• অর্থের উৎস

এমএলএএ মনে করে সালিশি ব্যবস্থার সার্থক বাস্তবায়ন আর্থিক এবং অন্যান্য সহায় সম্বলের উপর নির্ভরশীল। দাতা সংস্থা ও সহযোগী সংস্থার সহযোগিতার মধ্যে পি.আর.আই (PRI) অন্তর্ভূক্ত যারা ডি.এফ.আই.ডি এর সার্থে যৌথ ভাবে ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৫০০ জন কমিটি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অন্যান্য সহায়তাকারী হলো The Asia Foundation, Christian Aid, Royal Norwegian Embassy, Royal Danish Embassy ও Netz Germany। সময় পরিক্রমায় সংস্থার সামর্থ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সালিশির মডেল এনজিও ও সরকারি মহলে সমাদৃত হয়েছে।

• সালিশদের প্রশিক্ষণ এবং গণসচেতনতা

সালিশি কমিটির সদস্যরা যাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমপর্যায়ে, উচ্চ মানের পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করেন সেজন্যে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন সালিশি কমিটির জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, হ্যান্ডবুক ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজীতে লিখিত দুটো মিডিয়েশন ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়। সালিশি পদ্ধতি, কৌশল, সংশ্লিষ্ট আইন বিশেষ করে পারিবারিক আইন, ভূমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় এবং গ্রাম আদালত সম্পর্কিত বিষয়াবলী প্রশিক্ষণে স্থান পায়। প্রায় সকল সিদ্ধান্তই সংশ্লিষ্ট আইনের আলোকে হয়ে থাকে। তাই কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং কোন আইনগত এখতিয়ারের বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ তারা নিবেন না, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। মানবাধিকার বিষয়টিও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত।

সালিশি ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতার অংশ হিসেবে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন প্রতি বছরই মানবাধিকার, নারী অধিকার ও শিশু অধিকার বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন সালিশি, মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ের Training and Resource Center (TARC) নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছে।

• ব্যবস্থা বা পদ্ধতির চলমানতা

এমএলএএ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দ্বারাই স্থানীয় বিরোধ মিমাংসার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে আসছে। মহিলারা নানা ভাবে বৈষম্যের শিকার হয় বলে তারা পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ ভোগ করতে পারে না। সালিশি কমিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যে নারী ও বঞ্চিত মানুষেরা যেমন বয়োজেষ্ঠরা বৈষম্যের শিকার না হন এবং কমিটি আরও লক্ষ্য রাখে সলিশি ব্যবস্থা গ্রামীণ গোষ্ঠীর নিত্য নৈমিত্তিক জীবন থেকে আলাদা না হয়।

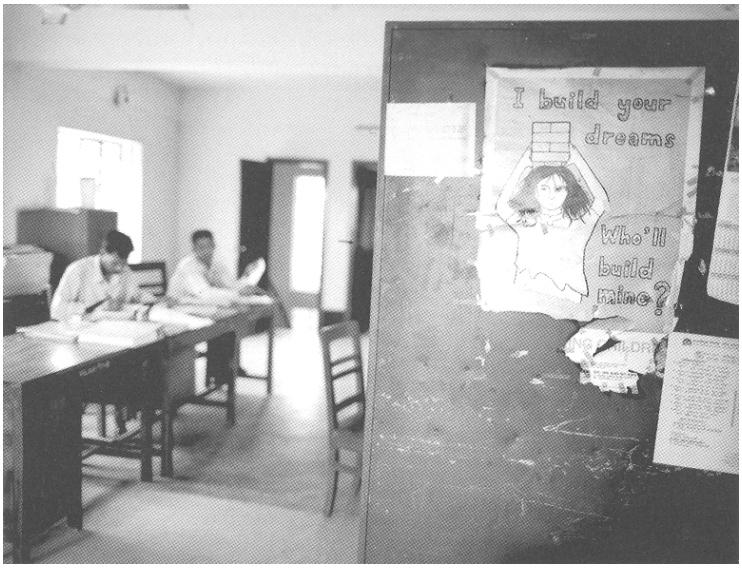

পুরুষ কর্তৃক সালিশি ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের দীর্ঘদিনের চর্চা যেখানে মহিলা সচরাচর অবিচারের শিকার সে ক্ষেত্রে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন সালিশি এবং পক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ চিশ্চিত করার প্রয়াস নিয়েছে। বর্তমানে সালিশি কমিটির এক চতুর্থাংশ মহিলারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জুন '০২ পর্যন্ত মীমাংসিত ৪৯,১৫১ টি সালিশির মধ্যে প্রায় ৬১% পক্ষই মহিলা। যে সব বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মহিলারা এমএলএএ'র সহায়তা নিয়েছে সেগুলো হলো ঃ

- ৪৫% যৌতুক
- ২৮% পারিবারিক, যথা- তালাক, খোরপোষ, মহরানা ইত্যাদি
- ১০% ক্ষুদ্র মারপিট
- ৫% ভূমির স্বত্ব
- ৫% আর্থিক লেন-দেন
- ৩% প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ
- ২% স্বামীর ২য় বিবাহ

• নিরীক্ষণ/পরিবীক্ষণ

সালিশি ব্যবস্থা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং যথার্থ কার্যকর হওয়ার প্রশ্নে তদারক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য এমএলএএ'র রয়েছে নিজস্ব একটি মনিটরিং সেল। দুটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে এ সেল কাজ করে থাকে ঃ

- সালিশি কর্মী ও সুপারভাইজারদের মাসিক কার্যক্রম যাচাই করার জন্য র‍্যানডম স্যাম্পলিং দ্বারা মনিটরিং।
- কমিটিকে নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা। কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারনের জন্য সেল ম্যানেজমেন্ট একটি প্রতিবেদন দেয়।

পুরো প্রক্রিয়ার কাজের ধরন নিম্নরূপ ঃ

- সালিশি কর্মীরা তাদের সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারদের নিকট মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করে।
- সুপারভাইজারগণ তা পরীক্ষান্তে সমন্বয়কারীর নিকট পাঠায়।
- সমন্বয়কারী সকল সুপারভাইজারদের প্রতিবেদন সমন্বয় করে তা প্রধান সমন্বয়কারীর নিকট পাঠায়।
- প্রধান সমন্বয়কারী সলিশি কমিটির কাজের সমস্যা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করেন এবং যেখানে সালিশি কর্মী ও সুপারভাইজারের সহায়তা অপর্যাপ্ত সে সব ক্ষেত্রে কমিটির কার্যক্রম যাচাই করতে অথবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কিম্বা ফলো-আপের জন্য মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেলকে সুপারিশমালা প্রস্তুতির অনুরোধ করেন।

• একজন সালিশ কি করেন?

বিরোধের মূল কারণ খুঁজে সমাধানের রাস্তা বের করে দেয়ার জন্য একজন সালিশ দুই পক্ষকে সহায়তা করে থাকেন। সালিশি বৈঠকে একজন সালিশের ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ

রেফারী : যে নিরপেক্ষ ভাবে আইনের আলোকে সালিশি প্রক্রিয়ার নীতিমালার মধ্যে থেকে পক্ষদের দিক নির্দেশনা দেন।

মডেরেটর বা নিয়ামক : যে শক্তিশালী ও সবল পক্ষের প্রতি কোন প্রকার পক্ষাবলম্বন না করে আইনের সমতার নীতিমালা সমুন্নত রেখে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখেন।

যোগাযোগকারী : যে দু'পক্ষের কথা শোনেন এবং তাদেরকে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা তুলে ধরার সুযোগ করে দেন যাতে তারা একে অন্যকে সম্মান করতে ও বুঝতে পারেন।

কৌশলী : যিনি নিরপেক্ষ, সংঘাতপ্রবণ নন, বিচারক ও সমঝোতায় উৎসাহদাতা।

রোল মডেল বা আদর্শ অভিনেতা : যিনি আইনের সমতার নীতিমালা তুলে ধরেন এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম, পেশা, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বয়সের ভেদাভেদের উর্দ্ধে সকলের প্রতি সমান সুযোগ ও সম্মান এনে দেন।

মধ্যস্থতাকারী : যিনি বিরোধীয় পক্ষদ্বয়ের ভুল বুঝাবুঝিগুলো, অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী অথবা বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো চিহ্নিত করেন এবং দুইপক্ষকে কথা বলার এবং ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে উৎসাহিত করেন।

ব্যবস্থাপক : যিনি দুই পক্ষই পরিপূর্ণ ভাবে তাদের সমঝোতাপূর্ণ চুক্তির ব্যাপারে সচেতনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্ববান এবং ফলাফল বাস্তবায়নে স্বত:স্ফূর্তভাবে সন্তুষ্ট।

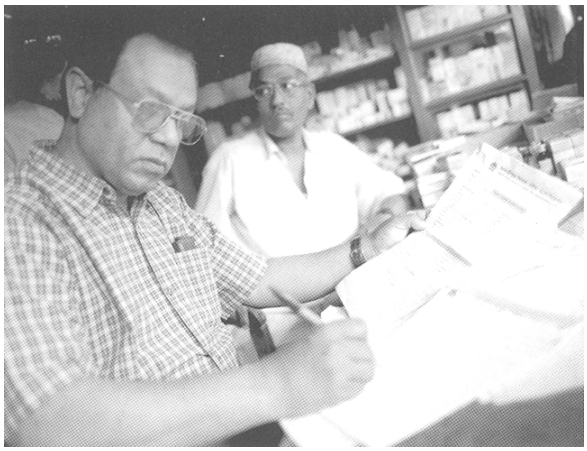

• সুবিধাদি

সালিশি অপরিচিত কোর্টের বিপরীতে একটি সমাজকে তার নিজস্ব সমস্যাগুলো যথাযথ ভাবে সমাধানে সচেষ্ট করে।

আদালতে মামলার কারণে মামলা খরচ ও উপার্জন ত্যাগ জনিত অর্থ নৈতিক ক্ষতি সালিশিতে তেমন নেই বললেই চলে। কেননা সালিশি হচ্ছে খোলামেলা এবং বিরোধীয় পক্ষদের বিরোধ মীমাংসাতে কালক্ষেপন করার সুযোগ কম থাকে।

পক্ষদ্বয় কার্যকর ভাবে সালিশি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে, যারা কোন ধরনের বিচার চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে চূড়ান্ত ভাবে সমাধানে উপনীত হতে সম্মত হয়।

সালিস প্রক্রিয়ার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবাধিকার এবং বৈষম্যের প্রচলিত ও প্রথাগত অবস্থা থেকে গণসচেতনতার উদ্ভব ঘটে।

যদি সালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীগণ সন্তুষ্ট হতে না পারে, অথবা বিরোধের কোন সন্তোষজনক সমাধানে তারা উপনীত হতে না পারে, তা'হলে তারা তাদের বিষয়টি কোর্টে নিয়ে যেতে পারে।

পক্ষদ্বয়ের সত্য বিবৃতির দ্বারা কোন রায় প্রদত্ত হবে তা নয়, এবং পক্ষদ্বয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

নিরপেক্ষ পক্ষদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রাত্যহিক জীবনের সাথে মানবাধিকার নীতিকে সমন্বিত রাখতে উৎসাহিত করে।

বিরোধের স্থায়ী সমাধানই সালিশি ব্যবস্থার মূল কথা।

বৈষম্যহীন নীতির ফলে আইনে সমতা এবং মহিলাদের নিজস্ব অধিকার রক্ষায় ও সমাজে তাদের কার্যকর অংশিদারিত্বের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণকে আরো উৎসাহিত করে তোলে।

প্রতি বছর প্রায় ৫০০০ এর উপরে বিরোধ সালিশির মাধ্যমে মীমাংসা হয় এবং অধিকাংশই পারিবারিক বিরোধ এবং উল্লেখযোগ্য বিরোধ হলো ভূমি। ২০০১-২০০২ সময়কালে ৪৭১১ টি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। এর মধ্যে ঃ

- ৩৬% ছিল পারিবারিক, যথা- বিবাহ, তালাক, খোরপোষ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি
- ২৬% যৌতুক
- ১৩% সামাজিক বিরোধ
- ১১% ভূমি
- ১০.৫% আর্থিক ও দ্রব্যাদি লেন-দেন

• উচ্চ সাফল্যের হার

২০০১-২০০২ সালে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন ৭১৭৫ টি আবেদন গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৭১১টি বিরোধ সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় (৬৬%)। ৫৬২ টি (৮%) মামলার জন্য সুপারিশ করা হয় এবং ১৯০২ (২৬%) আবেদন পক্ষদের না আসার কারণে নথীজাত এবং মীমাংসার জন্য অপেক্ষমান থাকে। বিপুল সংখ্যক বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়াটা এ মডেলের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা এবং বিশ্বাস ও আস্থারই সাক্ষ্য বহন করে।

• জনগণের লাভ

জনসাধারণের মধ্যে এই গ্রহণযোগ্য বিচার ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ভরণপোষণ, তালাক, আর্থিক লেন-দেন ও ভূমি সংক্রান্ত সহ বিভিন্ন ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে গত ৪ বছরে এসব সুবিধাভোগীদের অর্থ ও দ্রব্যের মাধ্যমে মোট ১,৯৫,৬৮,৮৬৪/- টাকা আদায় করে দেয়।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এমএলএএ'র কার্যক্রমের ফলে নিম্নলিখিত ফলাফল ও ইতিবাচক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়।

- মাদারীপুর মিডিয়েশন মডেল দ্বারা যে জনগণের উপকার হচ্ছে এটি এখন সর্বজন স্বীকৃত।
- যেহেতু গরীব ও ক্ষমতাহীন জনগণ সালিশির মাধ্যমে তাদের অধিকার ফিরে পাচ্ছে, সেহেতু তারা আরো অধিক সচেতন হচ্ছে।
- সালিশির মাধ্যমে বিভিন্ন বৈষম্যকে তুলে ধরার ফলে এবং প্রচলিত পুরুষ নির্ভর সালিশি ব্যবস্থাকে পুনঃ বিন্যাসের ফলশ্রুতিতে সালিশি অন্যায় প্রথাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে যার ফলশ্রুতিতে পারিবারিক বিরোধ যেমন- বিবাহ, তালাক ও বহুবিবাহের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে।

• আদালতের আশ্রয়

বাংলাদেশের জনগণ তাদের বিরোধ মিমাংসার জন্য স্থানীয় সালিশি অথবা কোর্টের দ্বারস্থ হয়। যে কোন পক্ষ সালিশি পূর্বে তার বিরোধটি মামলার জন্য কোর্টে নিয়ে যেতে পারে অথবা তারা যদি সালিশিতে সন্তুষ্ট হতে না পারেন তাহলেও তারা কোর্টের আশ্রয় নিতে পারেন। সালিশি কখনও আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নয়। আইনের শাসনে সমান সুযোগ প্রাপ্তি যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে সালিশি ব্যবস্থা অবশ্যই আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সহায়ক হতে পারে এবং যাদের আইনের সমান আশ্রয় লাভের সুযোগ রয়েছে তাদের জন্য কখনও সালিশি আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার বিকল্প হওয়া উচিত নয়।

কখনও কখনও সালিশি কমিটির পক্ষ হতে মামলার জন্য কোর্টে পাঠানো হয়। পারিবারিক আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশির উদ্যোগ নেওয়া হলেও পারিবারিক আদালত থেকে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য সালিশি কমিটির নিকট প্রেরণের মতো কোন আইনগত প্রক্রিয়া এখনও তৈরি হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রধান বিচারপতিকে পারিবারিক আদালতের বিচারকগণকে সালিশির মাধ্যমে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

যখন প্রত্যেকের আদালতে সমান সুবিধা এবং আইনে সমান সুযোগ লাভের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তখন মাদারীপুর মিডিয়েশন মডেল এর মতো উদ্যোগ গরীব ও অসহায়দের লক্ষ্যণীয় ব্যয় সাশ্রয়তে আইনগত সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হচ্ছে।

• Penal Reform International South Asia

PRI ১৯৯৪ সাল থেকে দন্ডনীয় অপরাধ সংস্কার এবং বিচার বিষয়ে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকারদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে PRI দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে যথা- পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও ভারতে দন্ডনীয় অপরাধ সংস্কার ও বিচার ব্যবস্থায় সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণে কার্য পরিচালনাসহ অন্যান্য ভূমিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে ঃ

- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এজেন্সীদের শক্তিশালীকরণ এবং দন্ডনীয় অপরাধ সংস্কারদের সহযোগিতা প্রদান;
- পুলিশ ও কারারক্ষকারীদেরসহ প্রধান ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপযুক্ত অনুশীলণ এবং আন্তর্জাতিক মান প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকরণ;
- সমাজ সালিশিসহ বিকল্প বিরোধ মীমাংসার ওপর আলোকপাত;
- নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিচার্যকরণ এবং এমন অরক্ষিত কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকার স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে ওকালতি বা চাপ সৃষ্টিকরণ;
- অরক্ষিত কারাবন্দীদের আইন সাহায্য প্রদান;
- শিশু ও কিশোরদের ফৌজদারি অপরাধ থেকে পরিত্রাণ বিষয়ে তাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক অনুসরণে কৌশল গ্রহণে কার্যকরণ;
- প্রশিক্ষকদের ভ্রাম্যমান দল গঠন এবং তাদের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- উক্ত আঞ্চলিক দেশসমূহে দন্ডনীয় অপরাধ সংস্কার ও বিচার ইস্যুতে সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা সফর, খবরাদি বিনিময়, গবেষণা ও প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ।

অত্র প্রকাশনা PRI কর্তৃক ২০০৩-এ প্রকাশিত 'Alternative Dispute Resolution' পুস্তিকার বাংলা রূপান্তর

বাংলা অনুবাদে
অধ্যাপক শহীদুল হক
খান মোঃ শহীদ

অর্থায়নে
PRI লন্ডন

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ- সঞ্জয় বিশ্বাস সুমন।
মুদ্রণে- বর্ণমালা ছাপঘর, মাদারীপুর।

PENAL REFORM INTERNATIONAL

PRI London Office
Unit 450, The Bon Marche Centre
241-251 Ferndale Road
London SW9 8BJ - United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 7924 9575
Fax.: +44 (0) 20 7924 9697
Email: headofsecretariat@penalreform.org

Madaripur Legal Aid Association (MLAA)
New Town, Madaripur-7900
P O Box.: 09 - Bangladesh
Tel.: 0661-55518, 55192, 62424, 55618
Email : mlaa@bangla.net